রথযাত্রা নিয়ে রাজ্যকে নিশানা দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (সংবাদ) ঃ কলকাতায় বিজেপির সদর দপ্তরে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে বুধবার দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, ১৬ ডিসেম্বর শিলিগুড়ি ছাড়াও এ রাজ্যে আরও দুটি সভা করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। তার মধ্যে একটি দুর্গাপুরে ও অন্যটি কৃষ্ণনগরে। ওই দুটি সভার দিন এখনও স্থির হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরই সভার দিন ঘোষণা করা হবে। আগামী ৭ ডিসেম্বর দলের পক্ষ থেকে 'গণতন্ত্র বাঁচাও'–এর স্লোগানকে সামনে রেখে কোচবিহার থেকে যে রথযাত্রা শুরু হতে চলেছে তা উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মোট ১৪টি লোকসভা কেন্দ্র ঘুরে এসে শেষ হবে নদিয়ার কল্যাণীতে। রথযাত্রার উদ্বোধন করবেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শা। দিলীপবাবু জানান, ৪১ দিনে সেই রথ ২৪৫৭ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেবে। দ্বিতীয় রথযাত্রাটি ৯ ডিসেম্বর গঙ্গাসাগর থেকে শুরু হবে। ৩০ দিনে ১৯২৬ কিলোমিটার পথ ঘুরে সেটি ১৬টি লোকসভা কেন্দ্র পরিক্রমা করবে। তৃতীয় রথযাত্রাটি ১৪ ডিসেম্বর বীরভূমের তারাপীঠ থেকে শুরু হয়ে শেষ হবে কোলাঘাটে। দিলীপবাবুর অভিযোগ, তাঁদের রথযাত্রা নিয়ে প্রশাসন টালবাহানা করছে। সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের প্রাক্তন স্বাস্থ্য–শিক্ষা অধিকর্তা ডঃ সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। হাইকোর্টের কয়েকজন আইনজীবীও বিজেপিতে যোগ দেন।

উত্তর–পূর্বের সেরা স্মার্ট সিটি নামচি

গ্যাংটক, ৫ ডিসেম্বর ঃ উত্তর–পূর্ব ভারতের শহরগুলির মধ্যে স্মার্ট সিটির তালিকায় সবার উপরে জায়গা করে নিয়েছে নামচি। সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী পবন চামলিংয়ের বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত নামচিতে যেভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে উন্নয়নের কাজ চলছে তার প্রশংসা করেছে কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক। গত সপ্তাহে আগরতলায় মন্ত্রকের আধিকারিকদের বৈঠকে উত্তর–পূর্ব ভারতের স্মার্ট সিটির যে তালিকা তৈরি হয়েছে তাতে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, পরিকাঠামো উন্নয়ন, পরিচ্ছন্নতা, স্থানীয় ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি, নাগরিক পরিসেবার মতো ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সিকিমের চা–বলয়ের অংশ নামচি পিছনে ফেলেছে গুয়াহাটি, আগরতলা, ইম্ফল ও গ্যাংটককে। নামচি স্মার্ট সিটি লিমিটেডের সিইও জিটি ভুটিয়া জানিয়েছেন, 'আমাদের লক্ষ্য মানবসম্পদের বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন। এভাবেই নামচিকে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে সিকিম সরকার। নগরোন্নয়ন দপ্তর জানিয়েছে, স্মার্ট সিটি তৈরির জন্য মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১,১২১ কোটি টাকা। খরচ হয়েছে প্রায় ২৭০ কোটি টাকা। নামচিকে স্মার্ট সিটি হিসেবে গড়ে তুলতে প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ চলছে জোর কদমে।

ডুয়ার্সে আজ খাদ্যমন্ত্রী

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর ঃ আগামীকাল বৃহস্পতিবার ডুয়ার্সের কেন্দ্রীয় ধানক্রয়কেন্দ্র পরিদর্শনে আসছেন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। প্রথমে মেটেলির বাতাবাড়ি তারপর মালবাজারের গঙফাদেবী, ধূপগুড়ির ঝুমুর সেতুর কেন্দ্র ঘুরে ময়নাগুড়ি বাইপাসে আসবেন। ধানক্রয়কেন্দ্রগুলিতে চাষিরা আদৌ ধান বিক্রি করতে পারছেন কিনা তা মন্ত্রী খতিয়ে দেখবেন।

আজকের দাম

পেট্রোল টাঃ ৭৩.৬৩
ডিজেল টাঃ ৬৮.০১

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।

–সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল

আবহাওয়া

৫ ডিসেম্বরের তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	২৭.৮	১৫.৬
শিলিগুড়ি	২৮.২	১৩.৬
জলপাইগুড়ি	২৮.৭	১২.৮
কোচবিহার	২৮.৩	১০.৯
আলিপুরদুয়ার	২৮.১	১০.৫
মালদা	২৬.৫	১৬.৯
রায়গঞ্জ	২৬.৩	১৬.১
গ্যাংটক	১৩.৩	৮.১

বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস ঃ পরিষ্কার আকাশ।

বিন্দু বিসর্গ

ফাঁকে ফাঁকে... ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া! স্কোরটা একটু জানিও।

ঝিটকিয়ার মাদ্রাসায় তদন্ত করছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। ছবি ঃ অরুণ ঝা

মাদ্রাসায় বিস্ফোরণের তদন্তে ফরেন্সিক দল

শুভ্রজ্যোতি রাহা ও তপনকুমার বিশ্বাস

ঝিটকিয়া, ৫ ডিসেম্বর ঃ ডালখোলা থানার ঝিটকিয়া বাজারে মাদ্রাসায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তে এলেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। বুধবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে কিছু নমুনা সংগ্রহ করেন তাঁরা। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এদিন সকাল ১১টা নাগাদ ওই মাদ্রাসায় যান ডালখোলা থানার ওসি মনোজিৎ দাস। সঙ্গে ছিল বিরাট পুলিশবাহিনী। এদিকে, গত বৃহস্পতিবার রাতে ওই মাদ্রাসায় বোমা বিস্ফোরণ হয়। তারপর প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেলেও ঘটনার কিনারা হয়নি। ইতিমধ্যেই ওই বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ডালখোলা থানায় অভিযোগ করেছে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। তাদের দাবি, বহিরাগত দুষ্কৃতীরাই বোমা ফাটিয়েছে। ইসলামপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'কলকাতা থেকে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং নমুনা সংগ্রহ করেছে। তারা পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেবে।'

বিহার সীমান্ত লাগোয়া ঝিটকিয়া বাজারের পশ্চিমদিকে জামিয়া রহমানিয়া মাদ্রাসা রয়েছে। মাদ্রাসা ক্যাম্পাসে একটি মসজিদও রয়েছে। ওই মাদ্রাসায় কিছু আবাসিক পড়ুয়া ও শিক্ষক থাকেন। মসজিদে নিয়মিত নমাজ পড়েন মুসলিমরা। খাগড়াগড় কাণ্ডের পর থেকে সীমান্ত এলাকা ও সেখানকার মাদ্রাসাগুলি নিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা এজেন্সিগুলির মাথাব্যথার শেষ নেই। তার মধ্যেই ঝিটকিয়া মাদ্রাসায় বোমা বিস্ফোরণে উদ্‌বেগ বেড়েছে। এর আগে জেলার হেমতাবাদ সংলগ্ন এলাকার কমলাবাড়ির একটি মাদ্রাসায় বড়ো ধরনের বোমা বিস্ফোরণ হয়। জেলায় দুটি মাদ্রাসায় বোমা বিস্ফোরণে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে পুলিশ প্রশাসনের কপালে।

ঝিটকিয়ায় বিস্ফোরণের পরদিন পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও অকুস্থল ঘিরে রাখা হয়নি। এছাড়া ঘটনার পরে প্রচুর মানুষের ভিড় জমে সেখানে। এছাড়া গত শুক্রবার জুম্মাবারের নমাজও পড়া হয়। তার আগে ওই জায়গা পরিষ্কার করাও হয়। ফলে অনেক নমুনা নষ্ট হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা ওয়াকিবহাল মহলের। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অবশ্য বলেন, 'ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ দল ওই মাদ্রাসা থেকে যথেষ্ট নমুনা সংগ্রহ করেছে। এছাড়া ঘটনার পরের দিন ওই জায়গা থেকে আমরা যেসব নমুনা সংগ্রহ করেছিলাম সেগুলিও তারা নিয়ে গিয়েছে।'

দাবি বিজেপির

গ্রেটার–কেপিপি পাশেই আছে

কোচবিহার, ৫ ডিসেম্বর ঃ গ্রেটার ও কেপিপি আমাদের পাশেই রয়েছেন। আগামী ৭ ডিসেম্বর ঝিনাইডাঙ্গায় অমিত শা–র জনসভায় এই দুই সংগঠনের প্রতিনিধিরাই আসবেন। বুধবার রাতে কোচবিহারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, এরাজ্যেও নাগরিকপঞ্জি হবে। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার নাগরিকপঞ্জি নিয়ে এখানকার মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে। তিনি বলেন, 'যাঁরা অন্য জায়গা থেকে সমস্যার শিকার হয়ে এ রাজ্যে আসতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে আমরা বিবেচনা করব। কিন্তু যাঁরা অনুপ্রবেশ করে এদেশে এসেছেন তাঁদের রেয়াত করা হবে না।'

বিজেপির কোচবিহার জেলা সভানেত্রী মালতী রাভা জানান, বৃহস্পতিবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও রাহুল সিনহা কোচবিহারে আসছেন।

তৃণমূল–সঙ্গ ছেড়ে ফের অতুল বিজেপির সঙ্গে

জলপাইগুড়ি, ৫ ডিসেম্বর ঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গ ছেড়ে ফের বিজেপির দিকেই ঝুঁকলেন কেপিপি নেতা অতুল রায়। মমতার সরকারের উপর আস্থা রাখতে না পেরে রাজ্য সরকার গঠিত কামতাপুরি ভাষা আকাদেমির ভাইস চেয়ারম্যানের পদ থেকে বুধবার ইস্তফা দিলেন কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পিপলস পার্টির সভাপতি অতুল রায়। এদিন তিনি পদত্যাগপত্র মুখ্যমন্ত্রী এবং আকাদেমির চেয়ারম্যান নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর কাছে পাঠিয়ে দেন। আগামী ৭ ডিসেম্বর তিনি কোচবিহারে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শার সঙ্গে একমঞ্চে থাকবেন। বিজেপি কামতাপুরি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়াতেই তিনি বিজেপির মঞ্চে যাচ্ছেন বলে অতুলবাবু জানিয়েছেন। যদিও রাজবংশী ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান বিজয়চন্দ্র বর্মন এবং জেলা তৃণমূল সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তীর অভিযোগ, অতুল রায় ব্যক্তিগত স্বার্থে বিজেপির সঙ্গে সম্পর্ক রাখছেন।

উত্তরবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে রাজবংশী ভাষা আকাদেমি গঠন করার পর ২০১৭ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর উত্তরকন্যায় কামতাপুরি ভাষা আকাদেমি গঠনের কথা ঘোষণা করেন। সেইমতো জলপাইগুড়ির রাজবাড়িপাড়ায় গত ২১ ফেব্রুয়ারি কামতাপুরি ভাষা আকাদেমির নতুন অফিস উদ্বোধন করেন পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। এই আকাদেমির পাশাপাশি কামতাপুরি উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক বোর্ড গঠন করে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীকে আকাদেমির চেয়ারম্যান করা হয়। কামরাপুরি ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান এবং সিলেবাস তৈরির কাজও শুরু হয়েছিল। আগামী বছর থেকে কামতাপুরি ভাষায় প্রাথমিক স্তরে পঠনপাঠন শুরু করার কথাও রয়েছে। কিন্তু তা সম্ভব নয় বলে আশঙ্কা অতুলবাবুর।

তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের আশা ছিল ২০১৯ সাল থেকে কামতাপুরি ভাষায় প্রাথমিক স্তর থেকেই পঠনপাঠন শুরু হবে। কিন্তু রাজ্য সরকার সেই লক্ষ্যে ব্যবস্থা না নেওয়ায় আমি ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে জবাবদিহি করতে সমস্যায় পড়েছি। মুখ্যমন্ত্রীকে একাধিকবার এই বিষয়ে অনুরোধ করার পরেও কাজ হয়নি। আমি আমাদের জনজাতির কাছে দায়বদ্ধ। তাই আকাদেমির ভাইস চেয়ারম্যান পদ ত্যাগ করতে বাধ্য হলাম।'

অতুল রায় জানান, তিনি ডিসেম্বরের ১ এবং ২ তারিখে দিল্লিতে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। সেই বৈঠকে বিজেপি নেতৃত্ব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কামতাপুরি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য লোকসভার এই অধিবেশনেই বিল আনা হবে। তাঁর আশা, কেন্দ্রের অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত হলে প্রচুর সুবিধা মিলবে। জাতীয় স্তরে কামতাপুরি ভাষার উন্নয়ন হবে বলেও তাঁর দাবি। এরই সঙ্গে পৃথক কামতাপুর রাজ্যের দাবিও তাঁদের বহাল থাকবে বলে তিনি জানান।

২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকেই সমর্থন করেছিলেন অতুলবাবু। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের ভাষা নিয়ে উদ্যোগী হওয়াতে তাঁরা তৃণমূলের দিকেই চলে যান। ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটে তিনি তৃণমূলকে সমর্থন করেছিলেন। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলকে সমর্থন করলেও তাদের বিরুদ্ধে প্রার্থীও দিয়েছিলেন।

অতুলবাবুর ইস্তফা প্রসঙ্গে রাজবংশী ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান তথা জলপাইগুড়ির সাংসদ বিজয়চন্দ্র বর্মন বলেন, 'অতুলবাবু কামতাপুরি ভাষার জন্য নয়, ব্যক্তিগত স্বার্থেই বিজেপিতে যাচ্ছেন।' জলপাইগুড়ি তৃণমূল জেলা সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'অতুল রায় নিজের স্বার্থে যা খুশি করতে পারেন।'

এ ব্যাপারে কামতাপুরি ভাষা আকাদেমির অপর ভাইস চেয়ারম্যান ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ দাস বলেন, 'অতুল রায় কেন পদত্যাগ করেছেন জানি না। সেটা ওঁর ব্যক্তিগত বিষয়। মুখ্যমন্ত্রী এবং চেয়ারম্যানের নির্দেশে প্রাক্‌ প্রাথমিক থেকে তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যবই তৈরির কাজ শেষ। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যবই তৈরির কাজও ৭০ শতাংশ শেষ হয়েছে। অভিধান তৈরি শেষের দিকে, ব্যাকরণের কাজ শেষ। রাজ্য সরকারের কাছে জমা দেব ডিসেম্বরেই।'

পালটা কর্মসূচি তৃণমূলের

আলিপুরদুয়ার, ৫ ডিসেম্বর ঃ আলিপুরদুয়ার জেলায় বিজেপির রথযাত্রা শেষ হতেই জেলাজুড়ে পালটা রাজনৈতিক কর্মসূচি নিল তৃণমূল কংগ্রেস। জেলার চা বাগিচা বলয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছোতে নেওয়া হয়েছে 'আপকে দুয়ার তৃণমূল' কর্মসূচি। কৃষিবলয় ও গ্রামাঞ্চলে এই কর্মসূচির নাম রাখা হয়েছে 'আপনার ঘরে তৃণমূল'। জেলার ১৮টি জেলাপরিষদ এলাকায় এই কর্মসূচি হবে। বুধবার আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে এক বৈঠকের পর এ কথা ঘোষণা করেন জেলা সভাপতি মোহন শর্মা। তিনি বলেন, 'জেলার প্রতিটি বাসিন্দার বাড়িতে আমাদের দলের কর্মীরা পৌঁছে যাবেন। তাঁদের কী সুবিধা, অসুবিধা রয়েছে তা যেমন দলের কর্মীরা খোঁজ নেবেন, পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের জন্য কী কী প্রকল্প উপহার দিয়েছেন তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরবেন। কর্মসূচি কীভাবে রূপায়িত হবে তা ঠিক করতে বৃহস্পতিবার ফের জেলা কমিটি বৈঠকে বসবে।' এদিকে, আলিপুরদুয়ার জেলায় যে রুট দিয়ে বিজেপির রথযাত্রা যাবে সেই যাত্রাপথেই পালটা 'পবিত্র যাত্রা'–র কর্মসূচি নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মোহন শর্মা বলেন, 'বিজেপির রথ যে পথ দিয়ে যাবে সেই পথে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা গঙ্গাজল ছিটিয়ে তা পবিত্র করবেন।' বিজেপির রথযাত্রাকে 'রাবণ যাত্রা' বলে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'রাবণ যেমন সীতামাতাকে রথে করে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, বিজেপিও তেমনি বাংলা মাকে হরণ করে নিয়ে যেতে চাইছে। তাই এর প্রতিবাদে 'পবিত্র যাত্রা'–র ডাক দেওয়া হয়েছে।' বিজেপির জেলা সভাপতি গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'এ রাজ্যে গণতন্ত্র ইতিমধ্যেই হরণ করা হয়েছে। সেই গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতেই বিজেপির গণতন্ত্র বাঁচাও রথযাত্রা হবে।'

ত্রিফলা বাতি

প্রথম পাতার পর

এবিষয়ে এসজেডিএ–র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক এস পান্নামবলাম বলেন, 'থানার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলা হয়েছে। নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। এই ধরনের অভিযোগ সামনে এলেই থানাকে জানানো হচ্ছে। নিরাপত্তা এজেন্সির সমস্যা থাকলে সরাসরি আমাদের জানাতে পারে। পুরো নিরাপত্তার জন্য যা করণীয় তা করা হবে।'

আতঙ্কে ২ ওয়ার্ড

প্রথম পাতার পর

স্থানীয় বাসিন্দা রিনা মিদ্যা বলেন, 'এভাবে দিনেদুপুরে চুরি হয়ে যাবে ভাবতেও পারিনি। এখন যা পরিস্থিতি তাতে দিনেরবেলাতেও ঘর ফাঁকা রেখে বাইরে যেতে ভয় করছে।' ডেপুটি পুলিশ কমিশনার জোন–১ গৌরব লাল বলেন, 'আমি বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

অন্তর্বর্তী চা মজুরি বাড়ানোর নির্দেশ খারিজ হাইকোর্টে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৫ ডিসেম্বর ঃ চা শ্রমিকদের দুই কিস্তিতে ১৭ টাকা মজুরি বাড়ানোর সরকারি নির্দেশ কার্যত বাতিল করে দিল (সেট অ্যাসাইড) কলকাতা হাইকোর্ট। শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে জারি করা ওই মেমোরান্ডামকে চ্যালেঞ্জ করে ২৪ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে চা মালিকদের অন্যতম সংগঠন টেরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (টিপা)। গত সোমবার বিচারপতি অরিন্দম সিনহার সিঙ্গল বেঞ্চ ওই সংক্রান্ত রায়টি দেন।

শ্রম দপ্তর ৩১ অগাস্ট যে মেমোরান্ডামটি জারি করেছিল তাতে ন্যূনতম মজুরির বিষয়টি চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন ভিত্তিতে ১ সেপ্টেম্বর থেকে চা শ্রমিকদের মজুরি ১০ টাকা ও ১ অক্টোবর থেকে আরও ৭ টাকা বাড়ানোর কথা বলা হয়। সেই মোতাবেক অগাস্ট মাসে প্রাপ্ত শ্রমিকদের ১৫৯ টাকা মজুরি বেড়ে প্রথমে সেপ্টেম্বরে ১৬৯ টাকা ও পরে অক্টোবর থেকে ১৭৬ টাকা হয়। টিপা সরকারি ওই মেমোকে চ্যালেঞ্জ করে কোর্টের দ্বারস্থ হয়। মামলাকারীদের আইনজীবীদের যুক্তি ছিল সরকার এভাবে অন্তর্বর্তীকালীন ভিত্তিতে ন্যূনতম মজুরির পরিমাণ ঠিক করতে পারে না। এক্ষেত্রে ১৯৪৮ সালের ন্যূনতম মজুরি আইনের ৫ নম্বর ধারা মানা হয়নি। রাজ্যের শ্রম কমিশনার জাভেদ আখতার বলেন, হাইকোর্টের রায় খতিয়ে দেখে তারপরই যা বলার বলব। শ্রম দপ্তর সূত্রেই জানা যাচ্ছে. বিষয়টি নিয়ে এখন শ্রম আধিকারিকরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করেছেন। শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের সঙ্গে তাঁরা পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে কথা বলবেন। দপ্তরেরএক কর্তা বলেন, প্রতিটি বাগান শ্রমিক কর্মচারীদের ঠিকমতো মজুরি বা পাওনাগন্ডা দিচ্ছে কিনা তা বিশেষ জোর দিয়ে দেখা হবে।

বর্তমানে যে বিষয়টি চা মহলে সবচেয়ে জোরালোভাবে উঠে আসছে সেটি হল এই রায় শুধুমাত্র মামলাকারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে আদালত জানিয়ে দিয়েছে। সেক্ষেত্রে যদি এই রায় শুধু টিপার সদস্যভুক্ত বাগানগুলির ক্ষেত্রেই কার্যকর হয় তবে চা শিল্পে দুরকম মজুরি চালু হয়ে যেতে পারে। ইতিমধ্যেই বেশিরভাগ বাগান ১৭৬ টাকা দরেই মজুরি দিচ্ছে। চা মালিকদের অন্য সংগঠনগুলি অবশ্য এই রায় শুধু টিপার বাগানের জন্যই প্রযোজ্য এমনটা মনে করছে না। তারা বলছে, তাহলে তো চা বাগানগুলিতে জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যাবে। চা মালিকদের শীর্ষ সংগঠন সিসিপিএ–র সেক্রেটারি জেনারেল অরিজিৎ রাহা বলেন, 'কোর্টের রায়ের কথা শুনেছি। তবে অর্ডারের কপি এখনও পড়া হয়ে ওঠেনি।' টাই–এর ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রাম অবতার শর্মা বলেন, 'আদালত ও সরকার উভয়কেই আমরা মেনে চলি।'

চা শ্রমিকদের যৌথ সংগঠন জয়েন্ট ফোরাম–এর অন্যতম আহ্বায়ক জিয়াউল আলম বলেন, 'আগামী ডিসেম্বরেই যাতে চা শিল্পে ন্যূনতম মজুরি চালু হয়ে যায় তা সুনিশ্চত করার দাবিতে এদিনই জয়েন্ট লেবার কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। চার দফায় অন্তর্বর্তীকালীন মজুরি বাড়িয়ে সমস্ত কিছু রাজ্য সরকার নিজেই জটিল করে তুলেছে।' এদিকে আগামী ১৩ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে ন্যূনতম মজুরি নিয়ে শ্রম দপ্তর ওই সংক্রান্ত পরামর্শদাতা কমিটির পরবর্তী বৈঠক ডেকেছে। এখন ওই বৈঠকের দিকেই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে উত্তরবঙ্গের চা মহল।

জানুয়ারিতে উদ্বোধন নয়

স্বরূপ বিশ্বাস ● কলকাতা

৫ ডিসেম্বর ঃ আগামী জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দিয়ে উত্তরবঙ্গে দুই মহাসড়ক উদ্বোধনের পরিকল্পনা ভেস্তেই যাচ্ছে কেন্দ্রের। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি ও তাঁর মন্ত্রক চলতি ডিসেম্বরের মধ্যে মহাসড়ক নির্মাণের কাজ শেষ করতে চাপ দেওয়ার পরও তা হচ্ছে না। সড়ক কর্তৃপক্ষ সদ্য এক বৈঠকে সাফ জানিয়ে দিয়েছে এই মাসে কোনোমতেই কাজ শেষ করা সম্ভব নয়। তবে আর কোনো বাধা না এসে পড়লে আগামী ৩১ জানুয়ারি ও ১৯ ফেব্রুয়ারি যথাক্রমে এশিয়ান হাইওয়ে ৪৮ এবং ২ এর কাজ তারা পুরোপুরি শেষ করতে পারবেন। এর পর এই নিয়ে আর কথা গড়ায়নি গত শুক্রবারের বৈঠকে। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রকের আঞ্চলিক অফিসার যিনি মন্ত্রকের চিফ ইঞ্জিনিয়ারও সদলবলে ওই বৈঠকে বসেন সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। চলতি ডিসেম্বরের মধ্যে মহাসড়ক নির্মাণের কাজ শেষ করা নিয়ে কেন্দ্রের অভিপ্রায়ের কথা তিনি আবার জানালেও শেষপর্যন্ত সড়ক কর্তৃপক্ষের বক্তব্যের পর তা আর ধোপে টেকেনি। লোকসভা ভোটের আগে এখন এই দুটি রাস্তা কত তাড়াতাড়ি খুলে দেওয়া যায় তাই নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে দিল্লি মন্ত্রকের। আগামী জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারির মধ্যে কাজ শেষ হলে প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে তা উদ্বোধনের কোনো সুযোগ পাওয়া যাবে কিনা সেটাই এখন খতিয়ে দেখছে মন্ত্রক।

সড়ক কর্তৃপক্ষ ডিসেম্বরে কাজ শেষ না করতে পারার পিছনে যেসব যুক্তি দিয়েছে তাকে সমর্থন না করে পারেনি দিল্লির মন্ত্রক। এখনও দুটি রাস্তার কাজ পুরোপুরি শেষ করতে যা সময় লাগবে বলে সড়ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে তা মেনে নিয়েছেন মন্ত্রকের প্রতিনিধি। এমনকি আগামী জানুয়ারিতে রাস্তা হুড়োহুড়ি করে খুলে দেওয়া হলে তা প্রায় অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই খুলে দিতে হবে বলে সড়ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। অগত্যা বিষয়টি নিয়ে এখন দিল্লিতে সড়ক পরিবহণমন্ত্রকে আলোচনা হচ্ছে। সম্ভবত সর্বশেষ এই পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রক আবার এব্যাপারে বৈঠক ডাকতে পারে বলে জানা গিয়েছে। বালি, বোল্ডার নিয়ে রাজ্য সরকারের নিষেধাজ্ঞা, ঠিকাদারদের বকেয়া না পাওয়া–মূলত এই দুটি কারণে সাম্প্রতিক অতীতে বেশ কিছু কাজ বন্ধ থাকার কারণেই চলতি ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ করা সম্ভব নয় বলে সড়ক কর্তৃপক্ষ আবার বৈঠকে জানিয়েছে বলে খবর।

মহাসড়ক

এদিকে দিল্লি সূত্রের খবর, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির রথযাত্রা কর্মসূচি উপলক্ষ্যে খুব শীঘ্রই অন্যান্যদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করিরও এখানে আসার কথা। রাজনৈতিক কর্মসূচিতেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আসছেন, তবুও তার ফাঁকে তাঁর মন্ত্রকের অধীন রাস্তা নির্মাণের এই দুই প্রকল্পের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে তিনি খোঁজখবর নিলেও নিতে পারেন। বিশেষভাবে সম্প্রতি গোয়ায় তাঁর উপস্থিতিতে এক জরুরি বৈঠকে সড়ক কর্তৃপক্ষকে উত্তরবঙ্গের এই দুই মহাসড়ক নির্মাণের কাজ চলতি ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকলেও সেজন্য এই নির্মাণকাজের খোঁজও নিতে পারেন তিনি।

গত শুক্রবারের বৈঠক সম্পর্কে দুটি প্রকল্পের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার নির্মল মণ্ডলকে প্রশ্ন করা হলে তিনি শুধু বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের আগে দুটি রাস্তার কাজ শেষ করা সম্ভব নয়। আমরা তা সড়ক পরিবহণমন্ত্রককে জানিয়েও দিয়েছি।